



11981 - ইস্তখোরার নামায

প্রশ্ন

আমি ইস্তখোরার নামায সম্পর্কে আরো জানতে চাই। নামাযে কী পড়ব? কী দোয়া করব? এই নামাযে রাকাত সংখ্যা কত? হাম্বলী, শাফরী এবং হানাফী মাযহাবও কী একই পদ্ধতিতে নামাযটা পড়া হয়?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

ইস্তখোরার নামায পড়া সুন্নত। যবে ব্যক্তি কোনো কাজ করতে চাইছে কিন্তু দ্বিধায় ভুগছে তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বধিান প্রদান করছেন। ইস্তখোরার বধিান প্রদানের গুঢ় রহস্য হলো এর মাধ্যমে আল্লাহর ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করা। চার মাযহাব একমত যবে ইস্তখোরা এমন সকল বিষয়ে করা যায় যগুলোর ক্ষত্রে কোনোটি সঠিকি তা বান্দা জানে না। আর দোয়া করতে হয় নামাযের পরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

جدول المحتويات

- ইস্তখোরার পরিচিতি
- ইস্তখোরার হুকুম
- ইস্তখোরার নামাযের বধিান আরোপের গুঢ় রহস্য
- ইস্তখোরার কারণ
- ইস্তখোরা কখন করবে?
- ইস্তখোরা করার আগে পরামর্শ নয়ো
- ইস্তখোরার নামাযের ক্বরোত
- ইস্তখোরার দোয়া করার স্থান



যে ব্যক্তি কোনো কাজ করতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগছে তার জন্য ইস্তখোরার নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরোপকৃত সুন্নাহ। ইস্তখোরার নামায নিয়ে আটটি পয়েন্টে আলোচনা করা হবে:

১. এর পরিচিতি ২. এর বধিান ৩. এই নামাযের বধিান দায়ের গুঢ় রহস্য ৪. এর কারণ ৫. ইস্তখোরা কখন শুরু হয়? ৬. ইস্তখোরার আগে পরামর্শ ৭. ইস্তখোরা কী পড়তে হয়? ৮. দোয়া কখন করতে হয়?

ইস্তখোরার পরিচিতি

استخارة

শব্দরে আভিধানকি অর্থ কোনে বসিয়ে মতামত চাওয়া। বলা হয়:

اسْتَخِرَ اللَّهُ يَخِرُ لَكَ

অর্থাৎ তুমি আল্লাহর কাছে ইস্তখারা (বাছাইকরণ প্রার্থনা) কর তিনি তোমার জন্য বাছাই করে দিবেন। পরভিষায়: বাছাইকরণ প্রার্থনা করা। অর্থাৎ ইস্তখারার নামায অথবা এ প্রসঙ্গে বর্ণিত দায়ের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যা পছন্দনীয় ও উত্তম সটির দিকে মন ধাবতি করা প্রার্থনা করা।

ইস্তখোরার হুকুম

আলমেরা একমত যে **ইস্তখোরা করা সুন্নত**। ইস্তখোরা শরয়ি বধিান হওয়ার দলীল হলো সহহি বুখারীতে বর্ণিত হাদীস, জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতোবে আমাদরেকে কুরআনরে সূরা শখোতনে সভোবে সকল বসিয়ে ইস্তখোরা করা শখোতনে। তিনি বলতনে: যখন তোমাদরে কউে কোন কাজরে ইচ্ছা করে তখন সে যনে ফরয় নয় এমন দুই রাকাত নামায আদায় করে নেয়, অতঃপর বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার কাছে বাছাইকরণ প্রার্থনা করছি। আপনার ক্ষমতার মাধ্যমে আপনার নকিত সক্ষমতা প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই ক্ষমতা রাখেন; আমি রাখি না। আপনিই জানেন; আমি জানি না এবং আপনি গায়বী বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে



আমার এ কাজ (নজিরে প্রয়োজনরে নামোল্লেখ করবো) আমার দ্বীনদাররি, জীবিকার ও সদিধান্তরে পরণামে ভালো হলে কথিবা বলবো আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনরে জন্য ভালো হলে আপনিতা আমার জন্য নির্ধারণ করে দনি। সটো আমার জন্য সহজ করে দনি, এরপর তাতো বরকত দনি। হে আল্লাহ! আর যদি আপনার জ্ঞানে আমার এ বিষয়টি আমার দ্বীনদাররি, জীবিকার ও সদিধান্তরে পরণামে মন্দ হয় কথিবা বলবো আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতরে জন্য মন্দ হয়, তবে আপনিতা আমাকে তা থেকে ফরিয়ি়ে দনি এবং সটোকো আমার থেকে ফরিয়ি়ে রাখুন। আমার জন্য যখনো কল্যাণ আছে সটো নির্ধারণ করুন, এরপর সটোর প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দনি।”[হাদীসটি বুখারী (১১৬৬) তার গ্রন্থরে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেন। কিছু স্থানে به أرضني এর পরিবর্তে به رَضْنِي রয়েছে]

ইস্তখোরার নামায়রে বধিন আরোপরে গুট রহস্য

ইস্তখোরার নামায়রে বধিন আরোপরে গুট রহস্য হলো নজিরে সামর্থ্য ও শক্তিথেকে বরে হয়ে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি নজিকে সমর্পণ করা এবং তাঁর কাছে ধর্ণা দয়ো; যাতো দুনিয়া ও আখরাত উভয় কল্যাণ নশ্চিতি করা যায়। এর জন্য মহান রবরে দরজায় কড়া নাড়ার প্রয়োজন হয়। আর এই কাজে নামায় ও দোয়ার চয়ে উপকারী কিছু নহে। কারণ নামায় ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে সম্মান করা হয়, তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয় এবং কথায়-কাজে তার মুখাপেক্ষিতি প্রকাশ করা হয়। ইস্তখোরা করার পর তার মন যদেকি ধাবতি হয় সটোই সে বাস্তবায়ন করবে।

ইস্তখোরার কারণ

ইস্তখোরার কারণ (যে সমস্ত ক্ষেত্রে ইস্তখোরা করতে হয়) হলো: ফকিহী চার মাযহাব একমত যে ইস্তখোরা এমন সকল বিষয়ে করতে হয় যগুলোতে সঠিক সদিধান্ত কী তা বান্দা জানে না। অন্যদিকে যে বিষয়গুলো ভালো নাকি মন্দ তা জানা বিষয়, যমেন: ইবাদত, ভালো কাজ, পাপ কাজ সগুলোতে ইস্তখোরা করা নষ্প্রয়োজন। তবে যদি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে চায়; যমেন: শত্রু বা ফতিনার আশঙ্কা করার কারণে এই বছরে হজ্জ করবে কনি? কথিবা অমুক ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে নবি কনি? সুতরাং ওয়াজবি, হারাম ও মাকরুহ এই তিনটির কোনোটরি ক্ষেত্রে ইস্তখোরা করা যাবে না। ইস্তখোরা করতে হবে কেবল মুস্তাহাব ও মুবাহ (বধৈ) ক্ষেত্রে। মুস্তাহাব বিষয়ের মূল বধিনরে ক্ষেত্রে ইস্তখোরা করা যাবে না; কেননা মুস্তাহাব তো কাম্য। কেবল তখনই ইস্তখোরা করা যাবে যখন সাংঘর্ষিক হবে। অর্থাৎ যদি ব্যক্তির কাছে দুটো মুস্তাহাব বিষয়ের মাঝে পারস্পরিক সংঘর্ষ দেখা দেয় যে সে কোনটি দিয়ে শুরু করবে কথিবা কোনটির মধ্যে নজিকে সীমতি রাখবে? অন্যদিকে মুবাহ (বধৈ) বিষয়ের মূল কাজরে ক্ষেত্রে ইস্তখোরা করা যাবে।

ইস্তখোরা কখন করবে?

ইস্তখোরাকারীকে অবশ্যই মন খালি রাখতে হবে। তার মনে নরিদ্ষিট কোনও বিষয়ের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হতে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী “কোনও কাজের ইচ্ছা করে” ইঙ্গিত দিয়ে যে, যখন কোনও বিষয় তার অন্তরে প্রথম উপস্থিতি হয় তখনই সে ইস্তখোরা করবে। নামায ও দোয়ার বরকতে তার সামনে কোনও কল্যাণকর তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বিষয়টি তার কাছে সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা তৈরি হয়ে যায় তখন তার মনে এর প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ তৈরি হয়। এমন অবস্থায় সে যা করার প্রতিজ্ঞা করেছে সেটোর প্রতি প্রতিজ্ঞা তীব্র টান থাকার কারণে সঠিক বিষয়টি তার অস্পষ্ট থেকে থেকে যেতে পারে। আবার হাদীসে কথা: ‘কোনও কাজের ইচ্ছা করে’ দ্বারা প্রতিজ্ঞাও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা ভাবনা স্থায়ী হয় না। সুতরাং ব্যক্তি এমন কিছু ব্যাপারে এগিয়ে যায় কোন ঝক্কিমপ্রবণতা ছাড়া যা করার প্রতি সে আগ্রহী। নতুবা যদি প্রতিটি ভাবনায় সে ইস্তখোরা করে তাহলে এমন বিষয়েও সে ইস্তখোরা করবে যেটি তার অপ্ৰয়োজনীয়। ফলে তার সময়গুলো নষ্ট হবে।

ইস্তখোরা করার আগে পরামর্শ নয়ো

ইমাম নববী বলেন: ‘ইস্তখোরা করার আগে এমন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা মুস্তাহাব যার কল্যাণকামতি, সহমর্মিতা ও অভিজ্ঞতা প্রসিদ্ধ এবং যার দ্বীনদারি ও জ্ঞানবশত ব্যাপারে নির্ভর করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “কাজ-করমে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।” যদি পরামর্শ করার মাধ্যমে বিষয়টি কল্যাণকর ফুটে ওঠে তাহলে এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে ইস্তখোরা করবে।’ ইবনে হাজার হাইসামী বলেন: “এমনকি সংঘর্ষের ক্ষেত্রে (তথা পরামর্শকে অগ্রাধিকার দোয়া হবে)। কেননা পরামর্শদাতার অভিমতের প্রতিমানে স্থিতি ইস্তখারার চেয়ে অধিক শক্তিশালী; নফসের চাহিদার প্রাবল্য ও নষ্ট চিন্তার আধিক্যের কারণে। পক্ষান্তরে, তার মন যদি প্রশান্ত ও সদচ্ছিন্ন অধিকারী হয় এবং অসৎ চাহিদা থেকে মুক্ত হয় তাহলে ইস্তখোরাকে প্রাধান্য দিবে।”

ইস্তখোরার নামাযের ক্বরোত

ইস্তখোরার নামাযে কী পড়তে হবে সে প্রসঙ্গে তিনটি মত রয়েছে:

ক- হানাফী, মালকী ও শাফয়ীরা বলেন: প্রথম রাকাতের সূরা ফাতিহার পরে ‘কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফরিন’ এবং দ্বিতীয় রাকাতের ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ পড়া মুস্তাহাব। ইমাম নববীর এর কারণ হিসেবে বলেন: এমন নামাযে এ সূরাদ্বয় পড়া যথাযথ যহেতে এ নামাযের পছন্দে উদ্দেশ্য হলো আগ্রহের নিষ্ঠা, অকপট আত্মসমর্পণ ও স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা। আলমেগন এই দুই সূরার সাথে কুরআন কারীমের যে আয়াতগুলোতে বাছাইকরণের উল্লেখ এসেছে সে আয়াতগুলো পড়াও জাযযে বলছেন।

খ- সালাফের মাঝে কটে কটে ইস্তখোরার নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতহির পর নমিনোক্ত আয়াতগুলো পড়াকে ভালো বলছেন:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْآخِرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ 68 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ۚ وَمَا يُعْلِنُونَ 69 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْآخِرَةُ ۚ وَلَهُ الْأُولَى ۚ وَالْآخِرَةُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 70

“তোমার প্রভু যা ইচ্ছা ও পছন্দ করেন তাই সৃষ্টি করেন। তাদের কোনোটো পছন্দ নাই। আল্লাহ কত মহান! তারা (তাঁর সাথে) যা শরীক করে তনিতার উর্ধ্বে। আর তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে এবং তারা যা প্রকাশ করে তোমার প্রভু তা (সব) জানেন। তনিহি আল্লাহ। কোন উপাস্য সত্য নয়; তনি ছাড়া। প্রথমতে ও শেষে সকল প্রশংসা তাঁরই। হুকুমও তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যতে হবে।”[সূরা কাসাস: ৬৮-৭০]

আর দ্বিতীয় রাকাতে নমিনোক্ত আয়াত:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْآخِرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনোটো সিদ্ধান্ত নলি কোনোোটো ঈমানদার পুরুষ কথিবা নারীর পক্ষে ভনিন কিছু করার এখতিয়ার থাকে না। আর যো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে অবাধ্য হয় সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়।”[সূরা আহযাব: ৩৬]

গ- অন্যদকি হাম্বলীদরে এবং কিছু ফকীহরে মতে, ইস্তখোরার নামাযে কোনোোটো নরিদষ্টি কবরোত নহে।

ইস্তখোরার দোয়া করার স্থান

হানাফী, মালকী, শাফয়ী ও হাম্বলীরা বলেন: দোয়া করতে হবে নামাযের পরপর। এটরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণতি হাদীসরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[দেখুন: আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়াহ (খণ্ড: ৩, পৃ. ২৪১)]

শাইখুল ইসলাম ‘আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা’ গ্রন্থে (২/২৬৫) বলেন: ইস্তখোরার দোয়ার মাসআলা: এ দোয়া দিয়ে কনি নামাযের ভতেরে দোয়া করবে; নাকি সালাম ফরোনোর পরে? উত্তর হলো: ইস্তখোরার নামাযে এবং অন্য যো কোন নামাযে দোয়া করা জায়যে; সটে সালাম ফরোনোর আগে হোক বা পরে হোক। তবে, সালাম ফরোনোর আগে দোয়া করা উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অধিকাংশ দোয়া হলি সালাম ফরোনোর আগে। সালাম ফরোনোর আগে মুসল্লী নামায ত্যাগ করেনি; সুতরাং এমন অবস্থায় (দোয়া করা) উত্তম।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ।